গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
খাদ্য অধিদপ্তর

আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্প

সংক্ষিপ্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা (এআরপি)

সংশোধিত
জুলাই, ২০১৬

আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্প
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

সূচীপত্র

১.	ভূমিকা	১
২.	প্রকল্প এবং তার সামাজিক প্রভাব	২
৩.	সামাজিক সুরক্ষানীতির প্রভাব	২
৪.	কমিউনিটি / স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন	৩
৫.	এআরপি প্রণয়ন	৪
৬.	আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য	৪
৭.	প্রশমন ব্যবস্থাঃ সহায়তা প্যাকেজ	৭
৮.	সংক্ষিপ্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বাজেট	৮
৯.	সংক্ষিপ্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিন্যাস	৮
১০.	অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি	৯
১১.	এআরপি বাস্তবায়ন সময়সূচী (সম্ভাব্য)	১০
১২.	পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ণ	১০
১৩.	সর্ব সাধারণের মধ্যে সংক্ষিপ্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রকাশ	১১
১৪.	পুনর্বাসন নীতিমালার প্রয়োগ ও পরিবর্তন	১১

আদ্যক্ষর এবং শব্দসংক্ষেপসমূহ

এআরপি	সংক্ষিপ্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা
বিডিটি	বাংলাদেশ টাকা
সিএসডি	কেন্দ্রিয় সাপ্লাই ডিপো
ডিসি-ফুড	জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক
ডিজি-ফুড	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর
ইএসএএমএফ	পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ণ এবং ব্যবস্থাপনা কাঠামো
এফজিডি	ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন
জিওবি	বাংলাদেশ সরকার
জিআরসি	অভিযোগ নিরসন কমিটি
জিআরএম	অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি
এমএফএসপি	আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্প
ওপি	অপারেশনাল পলিসি
পিএএইচ	প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার
পিএপি	প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি
পিডি	প্রকল্প পরিচালক
পিএমইউ	প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট
আরপি	পুনর্বাসন পরিকল্পনা
এসআইএ	সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট্ অ্যাসেস্'মেন্ট্
এসএসআর	সোশ্যাল স্ক্রীনিং রিপোর্ট
এসএসএস	সিনিয়র সোশ্যাল স্পেশালিস্ট
এসএমআরপিএফ	সামাজিক ব্যবস্থাপনা ও পুনর্বাসন নীতি কাঠামো

আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্প
সংক্ষিপ্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা

১. ভূমিকা

জলবায়ু পরিবর্তন এবং ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে আশঙ্কা করা হচ্ছে যে দুর্যোগ উত্তর পুনর্বাসন কর্মসূচীর অংশ হিসাবে বাংলাদেশ সরকারের খাদ্যের মজুদ এবং খাদ্য সহায়তা কার্যকরভাবে বিতরণের ক্ষেত্রে দিন দিন চাপ বৃদ্ধি পাচেছ। আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্প (এমএফএসপি) বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ পরবর্তী মোকাবেলায় খাদ্য নিরাপত্তা এবং খাদ্য মজুদ বৃদ্ধির একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্প। খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য সরকারীভাবে সারা দেশে নিরাপদ খাদ্য মজুদ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা, সর্বোপরি খাদ্য মজুদ পদ্ধতি উন্নয়ন করা, এবং খাদ্য মজুদ পর্যবেক্ষন ও ব্যবস্থাপনার দক্ষতার মান্নোয়ন করা। প্রকল্পের অধীনে দেশের বিভিন্নস্থানে আধুনিক ষ্ট্রীল সাইলো নির্মাণ করা হচ্ছে। নির্মাণাধীন সাইলো এলাকায় কিছু পরিবার তাহাদের বর্তমান স্থান থেকে স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় এই সংক্ষিপ্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা (এআরপি) প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পে দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য বা খাদ্য বীজ মজুদের জন্য পারিবারিক সাইলো বিতরণের বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে, যেখানে মৌসুমী ঘূণিঝড় এবং বন্যায় বাড়ি, বাড়ির জিনিসপত্র ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এমনকি গতানুগতিক পদ্ধতিতে খাদ্য এবং খাদ্য শস্য মজুদ রাখা হলেও উপর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় না। আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্প বিশেষ আকারের নির্মিত পানি প্রতিরোধক পারিবারিক সাইলো বিতরণ করবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে গোটা দেশই উপকৃত হবে। বিশেষ অধিশ্রয়ণ হবে যাহারা দেশের দুর্য়োগপ্রবণ উপকূলবর্তী এলাকায় বসবাস করছে।

খাদ্য অধিদপ্তর বিশ্ব ব্যাংকের কারিগরি সহায়তায় প্রকল্পটি পরিকল্পনা করেছে, এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশ্ব ব্যাংক আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। এজন্য, প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে, প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশ্ব ব্যাংকের যে নীতি, নীতিমালা এবং উপদেশ রহিয়াছে যেমন আদিবাসীর অধিকার সংরক্ষণ (ওপি ৪.১০) এবং অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন (ওপি ৪.১২) তদানুসারে নিরসন করতে হবে। সেজন্য, খাদ্য অধিদপ্তর বিশ্ব ব্যাংকের সামাজিক সুরক্ষানীতি সমূহের আলোকে 'পরিবেশ ও সামাজিক মূল্যায়ণ এবং ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএসএএমএফ)' প্রণয়ন করেছে, বিশ্ব ব্যাংক ইহা পর্যালোচনা এবং অনুমোদন করেছে। পরিবেশ ও সামাজিক মূল্যায়ণ এবং ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে অন্যান্য ব্যবস্থাপনার সহিত সামাজিক সুরক্ষানীতি সমূহের আলোকে স্ক্রীনিং, কমিউনিটি অথবা সংশ্লিষ্টদের সহিত আলোচনা কাঠামো, ভূমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসন নীতিকাঠামো, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ মে'ট্রিক্স, অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া, প্রভৃতি। প্রকল্প বাস্তবায়নে কোন উপপ্রকল্প বা সাইলো সাইটের সামাজিক ও নেতিবাচক প্রভাব নিরসনে পরিকল্পনা প্রণয়নে 'পরিবেশ ও সামাজিক মূল্যায়ণ এবং ব্যবস্থাপনা কাঠামো' এর অনুকরণে প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করতে হবে।

২. প্রকল্প এবং তার সামাজিক প্রভাব

প্রকল্পের তিনটি প্রধান উপকরনের মধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে ষ্ট্রীল সাইলো নির্মাণ অন্যতম। এই সাইলোগুলোতে অনেক বেশী খাদ্য মজুদ এবং পরিচালনার সুযোগ থাকবে। বিশেষ করে ২-৩ বছর পর্যন্ত চাল বা গম মজুদ রাখা যাবে। একটি সাইলো কয়েকটি বিনস' এর সমন্বয়ে নির্মিত হবে। প্রতিটি বিনস ৬০ ফিট বেড় ও ৪০ ফিট উচ্চতা বিশিষ্ট হবে এবং প্রতিটি বিন ৩,০০০ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য ধারণক্ষমতা বিশিষ্ট হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে পারিবারিক সাইলো বিতরণ করা হবে। পারিবারিক সাইলো ফাইবার গ্লাস দ্বারা নির্মিত ৪০ কেজি শস্য ধারণক্ষমতা সম্পন্ন একটি পাত্র। জনগণ বন্যা, সাইক্লোন ও প্লাবনের সময় খাদ্য বীজ নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য পারিবারিক সাইলো ব্যবহার করতে পারবে (খাদ্য বীজ চালের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান)। দুর্যোগ পরবর্তী চাষাবাসের জন্য এই বীজ ব্যবহার করবে, তাছাড়া দুর্যোগের সময় খাদ্য শস্যও নিরাপদ মজুদ করা যাবে। পারিবারিক সাইলো সিডর আক্রান্ত ও দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় বিতরণ করা হবে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে যে প্রতিটি পারিবারিক সাইলোতে ৫০ ডলার খরচ হবে। প্রকল্প থেকে ইহা নূন্যতমমূল্যে ২৫ ডলারের সমমূল্য অর্থে নির্বাচিত পরিবারের মাঝে বিতরণ করা হবে।

প্রকল্পের প্রথম ধাপে, খাদ্য অধিদপ্তর দেশের বিভিন্ন স্থানে ৮টি সাইলো নির্মাণ করবেঃ ঢাকা, চট্রগ্রাম, ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জ, আশুগঞ্জ, বরিশাল, মধুপুর এবং মহেশ্বরপাশা (খুলনা)। সাইলো নির্মাণের জন্য কোন স্থানেই বেসরকারী মালিকানাধীন ভূমি অধিগ্রহণ করার প্রয়োজন হবে না। সাতটি সাইলো নির্মিত হবে বর্তমানে অবস্থিত সাইলো / সিএসডি কম্পাউন্ডে, যেখানে সকল ভূমি খাদ্য অধিদপ্তরের মালিকানাধীন । কম্পাউন্ডের সকল ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে অনেক যুগ আগে। মধুপুরে সাইলো নির্মাণের জন্য নির্ধারিত স্থানটি নতুন, কিন্তু সকল ভূমি খাস (ভূমি মন্ত্রনালয়ের) খালি এবং সকল প্রকার ঝামেলামুক্ত।

৩. সামাজিক সুরক্ষানীতির প্রভাব

খাদ্য অধিদপ্তর সামাজিক নেতিবাচক প্রভাব নিরুপণের জন্য নির্মাণাধীন ৮টি সাইলো এলাকার সামাজিক স্কিনিং রিপোর্ট করেছে। পর্যালোচনা অনুসারে দেখা যায় নির্মাণ স্থান এবং আশে-পাশে কোন সামাজিক এথ্'নিক সমপ্রদায় পরিলক্ষিত হয়নি, এবং কোন আদিবাসী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় সাইলো নির্মাণের ৮টি স্থানের কোথাও অপারেশনাল পলিসি (ওপি ৪.১০) প্রযোজ্য হবে না। মধুপুরসহ ৬টি স্থানের কোথাও সাইলো নির্মাণ কাজের কোন বাধা নাই। কিন্তু অন্য দুটি স্থানে ৩৯ টি পরিবার স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তম্মধ্যে চট্রগ্রমে ২৬ এবং মহেশ্বরপাশা (খুলনা) ১৩ টি পরিবার। প্রত্যেকেই খাদ্য অধিদপ্তরে চাকুরিজীবি। তাহারা দির্ঘদিন যাবৎ সাইলো কম্পাউন্ডে বসবাস করে আসছে।

বর্তমানে অবস্থিত কোন সাইলো / সিএসডি কম্পাউন্ডে আবাসিক কোয়াটার নির্মাণের পরিকল্পনা ছিল না। যারা চট্রগ্রাম সাইলো কম্পাউন্ডে বসবাস করে আসছে। অফিসিয়াল ডকুমেন্টস পর্য়ালোচনা করে দেখা যায়, সাইলো নির্মাণকালিন সময় ১৯৮০ দশকের পূর্বে কন্টাক্টর তাহাদের ব্যবহারের জন্য গোডাউন, অফিস, বসবাসের জন্য ইমারত বা মেস প্রভৃতি নির্মাণ করেছিল। সাইলো নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে ২৮ জন কর্মচারী কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরকে সেখানে থাকার অবস্থান নেয়। ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫, সেই সময়ের সাইলো প্রধান যে যেখানে আছে 'কক্ষ

/ সিট' সেখানে তাহাদের থাকার অনুমতির 'আদেশ' জারী করেন। আদেশটির যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছিল যে, সাইলো পরিচালনার জন্য এই ২৮ জন কর্মচারী 'অপরিহার্য', তাদের উপস্থিতি ২৪ ঘন্টা এবং সপ্তাহের প্রতিদিন প্রয়োজন ছিল। তাদের ৪ জন হিসাব রক্ষক কাম ক্যাশিয়ার, ৮ জন মেক্যানিক্যাল এবং ইলেক্ট্রিক্যাল ফোরম্যান এবং তাহাদের সহযোগী, ২ জন সুপারভাইজার, ৪ জন অপারেটর ও অন্যান্য কর্মচারী।

কালক্রমে, কর্মচারীগণ আস্তে আস্তে অবকাঠামো প্রসারিত এবং সংস্কার করেছে, কর্তৃপক্ষের জ্ঞাতসারেই সপরিবারে সাইলো কম্পাউন্ডে বসবাস করতে থাকে। যখন একজন কর্মচারী অবসরে যায় অথবা বদলি হয় তখন অন্যএকজন অপরিহার্য কর্মচারীর নিকট বসবাসের জন্য হস্তান্তর করে যায়। বর্তমানে ২৬ টি কক্ষ/সিট (হাউস) সংস্কার / নির্মাণ করে বসবাস করছে। পূর্ববতী ২৮ জন কর্মচারীর মধ্যে মাত্র ২ জন কর্মচারী বসবাস করে আসছে। মহেশ্বরপাশার ১৩ টি পরিবার লিখিত কোন অনুমতি ব্যতিত বাড়ি নির্মাণ করেছে, তারা স্থানান্তর যোগ্য সামগ্রী যেমন বাঁশ, তালপাতা, কাঠের খুটি এবং টিন/ খড়ের চালা দিয়ে বাসস্থান নির্মাণ করেছে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের নির্দেশাবলী সম্ভলিত যে ইএসএএমএফ প্রণীত হয়েছে, সেখানে চট্রগ্রাম এবং মহেশ্বরপাশা সাইলো কম্পাউন্ডে কর্মচারীদের পরিবারের বসবাসের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি, বলা হয়েছে ঝামেলাবিহীন স্থান।। উভয়স্থানে সামাজিক স্কিনিং-এর মাধ্যমে ৩৯টি পরিবারের বিষয়টি জানা যায়। ইএসএএমএফ-এ ক্ষতিগ্রস্ত নির্ণয়ের যোগ্যতা এবং প্রাপ্যতার ছক অর্ন্তভূক্ত রহিয়াছে, সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং বিভিন্ন ধরণের ক্ষতি যেমন বেসরকারী মালিকানার জমি, সরকারী জমি লীজ গ্রহণ, আইন সম্মত কোন মালিকানাহীন ব্যক্তি (স্কোয়াটার), প্রভৃতি। খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মচারীগণ লীজহোল্ডারও নয়, অন্যদিকে আইন সম্মত কোন মালিকানাহীন হতদরিদ্র ব্যক্তিও (স্কোয়াটার) নয়, তাহারা ভূমিভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত এবং প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সহিত কোন সম্পর্ক নাই।

খাদ্য অধিদপ্তর মহেশ্বরপাশার ১৩ জন কর্মচারীকে সাইলো কম্পাউন্ড ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলে, তারা স্থানটি খালি করে চলে যায়। কিন্তু যাহারা চট্রগ্রমে সাইলো কম্পাউন্ডের কর্মচারী তারা স্থানান্তর ব্যয় এবং বাসা নির্মাণকালিন সময়ের বাসা ভাড়ার সহায়তা প্রদানের জন্য অনুরোধ করে। এই বিষয়ে খাদ্য অধিদপ্তর কয়েকবার আলোচনা সভা করেছে এবং অবশেষে একটি সহায়তা প্যাকেজে সম্মত হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তর পক্ষপাতহীনভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে অনুরূপ সহযোগিতা মহেশ্বরপাশার ১৩ জন কর্মচারীকেও প্রদান করা হবে, যদিও তারা সাইলো কম্পাউন্ড ত্যাগ করেছে।

৪. কমিউনিটি / স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন

নভেম্বর ২০১৫ থেকে শুরু হয়েছে কমিউনিটি / স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন। খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্প নকশা প্রণয়নের পূর্বে এবং চলামান অবস্থায় চট্রগ্রাম ও মহেশ্বরপাশায় দুই বার করে কমিউনিটি / স্টেকহোল্ডার কন্সালটেশন মিটিং করা হয়েছে। প্রত্যেক মিটিং-এ খাদ্য অধিদপ্তর প্রকল্প সর্ম্পকীয় তথ্য এবং ইহার সুবিধাসমূহ ও সাইলো কম্পাউন্ডে যে কর্মচারীগণ বসবাস করে আসছে, তাদেরকে সাইলোর জন্য নিদিষ্ট স্থানটি খালি করে দেয়ার বিষয়টি আলোচিত হয়। কমিউনিটি স্টেকহোল্ডার মিটিংস-এ অংশগ্রহণকারী অধিকাংশই ছিল সাইলো

কম্পাউন্ডের নিকটস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা । প্রত্যেকে আধুনিক ষ্ট্রীল সাইলো নির্মাণ এবং অন্যান্য উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা ঐক্যমত পোষণ করে।

খাদ্য অধিদপ্তর কর্মচারীদের সহিত সরাসরি ফোকাস গ্রুপ ডিস্কাশন মিটিংস করেছে। যে সমস্ত কর্মীদের স্থানানতরিত হতে হবে, সাইলো পরিচালনায় যাহারা অপরিহার্য এবং চট্রগ্রাম সাইলো কম্পাউন্ডে বসবাস করে, তারা সাইলো কর্তৃপক্ষকে স্টাফ কোয়ার্টার এবং ডরমিটরি নির্মাণের জন্য অনুরোধ করে। তারা সাইলো কম্পাউন্ডে অথবা নিকটস্থ স্থানে সন্তান ও পরিবারের সদস্যদের জন্য স্কুল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মসজিদ ইত্যাদি নির্মাণের জন্যও অনুরোধ করে। খাদ্য অধিদপ্তর তাদের অনুরোধ অনুযায়ী একটি ডরমিটরি নির্মাণের বিষয়টি বিবেচনায় রাখেন এবং সকল সাইলো কম্পাউন্ডে নির্মাণ করার বিষয়টি খতিযে দেখবেন।

৫. এআরপি প্রণয়ন

চট্রগাম এবং মহেশ্বরপাশা নতুন সাইলো নির্মাণের নিদিষ্ট স্থান থেকে ৩৯টি পরিবার বা ১৮৭ জন ব্যক্তি স্থানান্তরিত হবে। খাদ্য অধিদপ্তর বিশ্ব ব্যাংকের সামাজিক সুরক্ষানীতি অনুসরণে সংক্ষিপ্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা (এআরপি) প্রণয়ন করেছে। এবং এআরপি প্রণয়নে পরিবেশ ও সামাজিক মূল্যায়ণ এবং ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে (ইএসএএমএফ) নির্দেশিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে। স্থানচ্যুত ব্যক্তিদের শুমারী এবং সম্পদের জরিপ একসঙ্গে করা হয়েছে। শুমারী জরিপের নিদিষ্ট একটি দিনকে 'কাট-অফ ডেট' হিসাবে ধরা হয়েছে। নভেম্বর ২২, ২০১৫ চট্রগ্রাম সাইলো কম্পাউন্ড অনুরূপ নভেম্বর ২২, ২০১৫ মহেশ্বরপাশা সাইলো কম্পাউন্ড যথাক্রমে ২৬টি এবং ১৩ টি পরিবারের শুমারী জরিপের জন্য। শুমারী জরিপের মাধ্যমে পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ওপর বোঝার জন্য কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৬. আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য

খাদ্য অধিদপ্তর ৩৯ জন কর্মচারী পরিবারের বিস্তারিত শুমারী জরিপ করেছে, ইহাতে আর্থ-সামাজিক তথ্যও অর্ন্তভূক্ত রয়েছে। বিস্তারিত তথ্য নিম্নরূপঃ

- স্থানান্তরিত ৩৯ টি পরিবারে ১৮৭ জন সদস্য রয়েছে, গড়ে দেখা যায় প্রতিটি পরিবারে ৪.৭৯ জন সদস্য, যা জাতীয় গড় ৪.৬০ চেয়ে সামান্য বেশী। মহেশ্বরপাশা মাত্র একজন মহিলা প্রধান পরিবার অন্যান্য সকলেই পুরুষ প্রধান পরিবার।

টেবিল ১: পরিবারের আয়তনের বিবরণ, সাইলো সাইট দ্বারা বিভাজন

পরিবারের সদস্য সংখ্যা	চট্রগ্রাম		মহেশ্বরপাশা (খুলনা)		মোট	
	সংখ্যা	শতকরা (%)	সংখ্যা	শতকরা (%)	সংখ্যা	শতকরা (%)
২	০	০.০০	১	৭.৬৯	১	২.৫৬

পরিবারের সদস্য সংখ্যা	চট্টগ্রাম		মহেশ্বরপাশা (খুলনা)		মোট	
	সংখ্যা	শতকরা (%)	সংখ্যা	শতকরা (%)	সংখ্যা	শতকরা (%)
৩	৩	১১.৫৪	১	৭.৬৯	৪	১০.২৬
৪	৯	৩৪.৬২	২	১৫.৩৮	১১	২৮.২১
৫	৭	২৬.৯২	৫	৩৮.৪৬	১২	৩০.৭৭
৬	৫	১৯.২৩	৩	২৩.০৮	৮	২০.৫১
৭	২	৭.৬৯	১	৭.৬৯	৩	৭.৬৯
মোট	২৬	১০০.০০	১৩	১০০.০০	৩৯	১০০.০০

- প্রায় ৬৯% (২৭ জন) কর্মীর বয়স ৪০-৫৯ বৎসর, যেখানে ১৫% (অথবা ৬ জন) এর বয়স ১৮-৩৯ বৎসর প্রায় ১৩% (অথবা ৫ জন) কর্মীর বয়স ৬০ বৎসর বা/এবং তার বেশী। তারা চাকুরী থেকে অবসরে যাচ্ছে এবং সাইলো সাইট ত্যাগ করবে।

টেবিল ২: খাদ্য অধিদপ্তরে কর্মচারীদের বয়স বিভাজন

বয়স (বছর)	চট্টগ্রাম		মহেশ্বরপাশা (খুলনা)		মোট	
	সংখ্যা	শতকরা (%)	সংখ্যা	শতকরা (%)	সংখ্যা	শতকরা (%)
১৮ বছরের নীচে	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১৮-৩০	০.০০	০.০০	১	২.৫৬	১	২.৫৬
৩১-৩৯	৪	১০.২৬	২	৫.১৩	৬	১৫.৩৮
৪০-৪৯	৭	১৭.৯৫	৩	৭.৬৯	১০	২৫.৬৪
৫০-৫৯	১১	২৮.২১	৬	১৫.৩৮	১৭	৪৩.৫৯
৬০ এবং উপরে	৪	১০.২৬	১	২.৫৬	৫	১২.৮২
মোট	২৬	৬৬.৬৭	১৩	৩৩.৩৩	৩৯	১০০.০০

- মহেশ্বরপাশা ১৩ জন কর্মচারীর মধ্যে মাত্র একজন কর্মচারীর এসএসসি সম্পন্ন হয়েছে, চট্টগ্রামে মাত্র ৪ জন এসএসসি সম্পন্ন হয়নি (টেবিল-৩)। এ থেকে বুঝা যায় চট্টগ্রামের কর্মচারীরা অধিক বেতন ও বাসা ভাড়া ভাতা পেয়ে থাকে। কর্তপক্ষের আদেশের প্রতি মনোযোগ দিয়ে জায়গা খালি করে দিবে চট্টগ্রামে তা হয়নি

টেবিল ৩: খাদ্য অধিদপ্তরে কর্মচারীদের শিক্ষা , সাইলো সাইট দ্বারা বিভাজন

ক্রমিক নং	শিক্ষার লেভেল	চট্রগ্রাম	মহেশাবরপাশা	মোট
১.	৬ষ্ঠ - ১০ম শ্রেণী	৪	১২	১৬
২.	মাধ্যমিক (এসএসসি)	১১	১	১২
৩.	উচ্চ মাধ্যমিক (এইসএসসি)	৬	০	৬
৪.	গ্রাজুয়েশন এবং উপরে	৪	০	৪
৫.	কারিগরি শিক্ষা	১	০	১
মোট		২৬	১৩	৩৯

- টেবিল ৪ এ কর্মচারীদের দায়িত্ব / কর্ম সম্পর্কে উপস্থাপন করা হয়েছে সাইলো সঞ্চালনে যাদের উপস্থিতি চবিবশ ঘন্টা অপরিহার্য। মহেশ্বরপাশা ৮ জন নিরাপত্তা প্রহরী, ১ জন ফোরম্যান, ১ জন ইলেট্রিসিয়ান ও ৩ জন ক্লিনার্স। চট্রগ্রামের সাইলো সাইটে কর্মচারীদের দায়িত্ব বিভিন্ন ধরণের।

টেবিল ৪: অপরিহার্য কর্মচারীদের পদবী / দায়িত্ব

পদবী / দায়িত্ব	চট্রগ্রাম		মহেশ্বরপাশা (খুলনা)		মোট	
	সংখ্যা	শতকরা (%)	সংখ্যা	শতকরা (%)	সংখ্যা	শতকরা (%)
ফোরম্যান	৮	৩০.৭৭	১	৭.৬৯	৯	২৩.০৮
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১	৩.৮৫	০	০.০০	১	২.৫৬
সহকারী অপারেটর	৫	১৯.২৩	০	০.০০	৫	১২.৮২
নিরাপত্তা প্রহরী	২	৭.৬৯	৮	৬১.৫৪	১০	২৫.৬৪
সাইলো অপারেটর	৫	১৯.২৩	০	০.০০	৫	১২.৮২
ইলেট্রিসিয়ান	২	৭.৬৯	১	৭.৬৯	৩	৭.৬৯
হিসাব রক্ষক	২	৭.৬৯	০	০.০০	২	৫.১৩
ড্রাইভার	১	৩.৮৫	০	০.০০	১	২.৫৬
ক্লিনার	০	০.০০	৩	২৩.০৮	৩	৭.৬৯
মোট	২৬	১০০.০০	১৩	১০০.০০	৩৯	১০০.০০

- মাসিক বেতনের বিবেচনায় চট্রগ্রাম তুলনামূলকভাবে মহেশ্বরপাশার চেয়ে ভাল। চট্রগ্রামে কোন কর্মচারীর মাসিক বেতন টাকা ১০,০০০.০০ কম নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ (৬৯.২৩%) এর বেতন টাকা ১৫,০০০.০০ থেকে ২৫,০০০.০০ এর মধ্যে। সেখানে মহেশ্বরপাশায় ১৩ জনের মধ্যে ৯ জনের মাসিক আয় টাকা

১০,০০০.০০ এর কম, এবং ৩ জনের মাসিক বেতন টাকা ৫,০০০.০০ বা তার কম। পার্থক্যের কারণ স্পষ্টতঃ দক্ষতাপূর্ণ কাজের উপর, সাইলো সঞ্চালনের ধরণের মধ্যে পার্থক্য এবং সম্পর্কযুক্ত।

- টেবিল ৫: খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মচারীদের মাসিক বেতন, সাইলো সাইট দ্বারা বিভাজন

মাসিক আয় (টাকা)	চট্টগ্রাম		মহেশ্বরপাশা (খুলনা)		মোট	
	সংখ্যা	শতকরা (%)	সংখ্যা	শতকরা (%)	সংখ্যা	শতকরা (%)
৫,০০০ বা তার নীচে	০	০.০০	৩	৭.৬৯	৩	৭.৬৯
৫,০০১-১০,০০০	০	০.০০	১	২.৫৬	১	২.৫৬
১০,০০১-১৫,০০০	২	৫.১৩	৩	৭.৬৯	৫	১২.৮২
১৫,০০১-২০,০০০	১০	২৫.৬৪	৬	১৫.৩৮	১৬	৪১.০৩
২০,০০১-২৫,০০০	১১	২৮.২১	০	০.০০	১১	২৮.২১
২৫,০০১ এবং তার উর্বোর্ধ	৩	৭.৬৯	০	০.০০	৩	৭.৬৯
মোট	২৬	৬৬.৬৭	১৩	৩৩.৩৩	৩৯	১০০.০০

৭. প্রশমন ব্যবস্থাঃ সহায়তা প্যাকেজ

প্রকল্পে কোনো আর্থ-সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হলে, সমাধানের জন্য নির্দেশিত 'পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ন এবং ব্যবস্থাপনা কাঠামো' এর আলোকে করতে হবে। সামাজিক সমস্যা সমাধানের নির্দেশনা হিসাবে ইএসএএমএফ-এ জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে উল্লেখ রয়েছে (১) সরকারী জমি লীজের মাধ্যমে, এবং (২) বৈধ মালিকানা নেই, সরকারী জমিতে বসবাস করে। উপরোক্ত বর্ণনানুসারে, খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মচারীগণ লীজের মাধ্যমে জমি গ্রহণ করেনি অথবা বৈধ জমির মালিকানাহীন দরিদ্র ব্যক্তি নয় (যেমন স্কোয়াটার), তারা ভূমি নির্ভর উন্নয়ন প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের আওতায় পরতে পারে। কোন কর্মচারী অবসর বা বদলি অন্য কর্মচারীকে 'কক্ষ/আসন' হস্তান্তর করে যায়, অবকাঠামোর মালিকানা স্পষ্ট নয়। অবশেষে, ৩৯ জন কর্মচারী নিম্নলিখিত সহায়তা প্যাকেজে সম্মত হয়েছেঃ

- <u>বাড়িভাড়া ভাতাঃ</u> চট্টগ্রামে ২৬ জন কর্মচারী এবং মহেশ্বরপাশা ১৩ জন কর্মচারী তাদের মাসিক বেতনের সহিত বর্তমানে বাড়িভাড়া বাবদ প্রতিমাসে যে পরিমান অর্থ পেয়ে থাকে, সমহারে অতিরিক্ত তিন মাসের বাড়িভাড়া পাবে। অতিরিক্ত বাসা ভাড়ার ভাতারহার প্রতি মাসে টাকা ৪,০০০.০০ কম হবে না।
- <u>পরিবারের মালামাল এবং অবকাঠামোর স্থানান্তর ভাতা</u>
    - <u>অবকাঠামো স্থানান্তর যোগ্য হলে</u> - ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোর মেঝের মাপ অনুসারে প্রতি বর্গফুটের জন্য টাকা ৫০.০০ হারে প্রতি কর্মচারী সর্বনিম্ন টাকা ৫,০০০.০০ এবং সর্বোচ্চ টাকা ৭,০০০.০০ মালামাল এবং অবকাঠামো স্থানান্তর জন্য অনুদান হিসাবে পাবে।

- অবকাঠামো স্থানান্তর যোগ্য নাহলে - ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোর মেঝের মাপ অনুসারে প্রতি বর্গফুটের জন্য টাকা ৭০.০০ হারে প্রতি কর্মচারী সর্বনিম্ন টাকা ৭,০০০.০০ এবং সর্বোচ্চ টাকা ১০,০০০.০০ মালামাল এবং অবকাঠামো স্থানান্তর জন্য অনুদান হিসাবে পাবে।

৮। সংক্ষিপ্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা (এআরপি) বাস্তবায়ন বাজেট

আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্পে চট্টগ্রাম এবং মহেশ্বরপাশায় সাইলো সাইটে ক্ষতিগ্রস্ত কর্মচারীদের বাড়িভাড়া ভাতা এবং পারিবারিক মালামাল স্থানান্তরের জন্য অনুদানের সংক্ষিপ্ত বাজেট নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

টেবিল ১ ঃ সংক্ষিপ্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বাজেট

ক্ষতিগ্রস্ত কর্মচারী সংখ্যা	তিন মাসের বাড়িভাড়া ভাতা	স্থানান্তর অনুদান						মোট (টাকা)
		স্থানান্তরযোগ্য অবকাঠামো			স্থানান্তর অযোগ্য অবকাঠামো			
		মোট মেঝের পরিমাপ (এসএফটি)	প্রতি বর্গফুটে অনুদান এর হার (টাকা)	মোট টাকা	মোট মেঝের পরিমাপ (এসএফটি)	প্রতি বর্গফুটে অনুদান এর হার (টাকা)	মোট পরিমান (টাকা)	
ক. চট্টগ্রাম সাইলো এলাকা								
২৬	৬৩৮,১৩০	-	৫০	-	১৮,১২৬.০৪	৭০	২৬০,০০০	৮৯৮,১৩০
খ. মহেশ্বরপাশা (খুলনা) সাইলো এলাকা								
১৩	২৪৮,৮৪৭	৫,২৯৫	৫০	৫৪,০০০	৩,৩০০.০০	৭০	৫০,০০০	৩৫২,৮৪৭
মোট টাকা (ক+খ - চট্টগ্রাম এবং মহেশ্বরপাশা সাইলো এলাকা)								
৩৯	৮৮৬,৯৭৭	৫,২৯৫	৫০	৫৪,০০০	২১,৪২৬.০৪	৭০	৩১০,০০০	১,২৫০,৯৭৭

৯। সংক্ষিপ্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা (এআরপি) বাস্তবায়ন বিন্যাস

প্রকল্পে বাস্তবায়নে কম সংক্ষ্যক কর্মচারী ক্ষতিগ্রস্ত এবং সহায়তার জন্য বিবেচিত হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের পরিবর্তে, খাদ্য অধিদপ্তর নিজস্ব উদ্যোগে এআরপি বাস্তবায়ন করবে। খাদ্য অধিদপ্তর একজন কর্মকর্তাকে এআরপি বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব প্রদান করবে, বিশেষ করে আর্থিক সহায়তার প্যাকেজ বিতরণের জন্য। সিনিয়র সো'শ্ল স্পে'শ্যালিস্ট খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাকে প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত কর্মীর 'এন্টাইটেলমেন্ট ফাইল (ইপি)', 'এন্টাইটেলমেন্ট কার্ড (ইসি)', প্রভৃতিসহ এআরপি বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা প্রদান করবে। খাদ্য অধিদপ্তর আর্থিক লেন-দেনের প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ক্ষতিগ্রস্ত কর্মচারীদের পুনর্বাসন সহায়তার অর্থ বিতরণ করবে। পরবর্তীতে ৩৯ জন স্থানচ্যুত কর্মচারীর পুনর্বাসন সহায়তা বিতরণ সম্পর্কীয় প্রমাণপত্র নথিতে সংরক্ষণের জন্য বিশ্ব ব্যাংকে প্রেরন করতে হবে।

১০। অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি

খাদ্য অধিদপ্তর একটি অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করবে। পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ণ এবং ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএসএএমএফ) এর আলোকে প্রণিত এবং সংক্ষিপ্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ক্ষতিগ্রস্তদের কোন প্রশ্ন বা অভিযোগ থাকলে তাহার জবাব এবং নিরসন করার জন্য এই কমিটি গঠন করা হয়েছে। খাদ্য অধিদপ্তর চট্টগ্রাম এবং মহেশ্বরপাশায় ক্ষতিগ্রস্থ ব্যাক্তির অভিযোগ যথাযথ উপস্থাপনের পাশাপাশি নিরপেক্ষ শুনানী এবং স্বচ্ছ সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করার জন্য পাঁচ সদস্য সমন্বয়ে পৃথক দুটি অভিযোগ নিরসন কমিটি (জিআরসি) গঠন করবে। অভিযোগ নিরসন কমিটি ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষণ, আপসে এবং দ্রুত অভিযোগ নিরসন করবে। অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি অভিযোগকারীকে ব্যয়বহুল আইনের নিকট যেন দ্বারস্থ হতে না হয়, সেজন্য সচেষ্ট থাকবে।। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে অভিযোগ নিরসন পদ্ধতি কোনভাবেই অভিযোগকারীর আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিবার অধিকারকে খর্ব করবে না।

স্থানীয় পর্যায়ে সাইলো এলাকায় অভিযোগ নিরসন কমিটি নিম্নলিখিত সদস্য সমন্বয়ে গতি হবেঃ

১.	প্রকল্প সমন্বয়ক, সংশ্লিষ্ট সাইলো সাইট, এমএফএসপি, ডিজি-ফুড	সভাপতি
২.	টেক্যনিক্যাল সাইট স্পেশ্যালিষ্ট, সংশ্লিষ্ট সাইলো সাইট, এমএফএসপি, ডিজি-ফুড	সদস্য সচিব
৩.	কাউন্সিলর/ সদস্য, সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য
৪.	মহিলা কাউন্সিলর/ সদস্য, সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পরেশন/ পৌরসভা/ ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য
৫.	ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি / উপকারভোগী /স্টেইক্হোল্ডার	সদস্য

প্রতিটি সাইলো সাইটের প্রধান অভিযোগ গ্রহণ করার জন্য একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করবেন, তিনি অভিযোগ গ্রহণ করে ইহা অভিযোগ নিরসন কমিটির সভাপতির নিকট পৌছে দিবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা একটি অভিযোগ রেজিষ্টার রক্ষণাবেক্ষণ করবে, প্রাপ্ত অভিযোগের অভিযোগকারীর নাম, অভিযোগ গ্রহণ করার তারিখ, অভিযোগের বিস্তারিত বর্ণনা এবং প্রাসঙ্গিক তথ্যসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করবে। অভিযোগকারীকে তিনি অভিযোগ প্রাপ্তির লিখিতভাবে প্রাপ্তিস্বীকারপত্র প্রদান করবে এবং জিআরসি সভাপতিকে যথাযথ অবহিত করবে। সভাপতি তদ্বানুযায়ী দুই সপ্তাহের মধ্যে শুনানী গ্রহণ এবং নিস্পত্তি করার উদ্যোগ গ্রহন করবে। যদি অভিযোগ নিরসন কমিটির সিদ্ধান্ত অভিযোগকারীর নিকট গ্রহণযোগ্য না হয়, সেক্ষেত্রে অভিযোগকারীর অভিযোগ এবং কমিটির সিদ্ধান্ত এবং শুনানীর প্রতিবেদনসহ সাইলো প্রধানের নিকট এক সপ্তাহের মধ্যে প্রেরণ করবে। যদি সেখানেও অভিযোগটি নিরসন না হয় তাহলে পূর্ববর্তী শুনানীর প্রতিবেদন এবং অন্যান্য তথ্যসহ অভিযোগ নিরসন কমিটির সভাপতি অভিযোগটি প্রকল্প পরিচালাক এর নিকট প্রেরণ করবে। অভিযোগকারীকে অভিযোগ সম্পর্কিত সকল তথ্য অবহিত করতে হবে। সমগ্র প্রক্রিয়া চার সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।

খাদ্য অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ গ্রহণের সংখ্যা, শুনানী গ্রহণ, বিভিন পর্যায়ে নিরসন, সিদ্ধান্ত অভিযোগকারীর স্বপক্ষে বা বিপক্ষে যাবতীয় তথ্যের নথি রক্ষনাবেক্ষণ করবে। অনুরোধ করা হলে বিশ্ব ব্যাংক এবং অন্যান্য স্টেইকহোল্ডারসদের সাথে তথ্য অবগত করা হবে।

১১। এআরপি বাস্তবায়ন সময়সূচী (সম্ভাব্য)

এআরপি বাস্তবায়নে খাদ্য অধিদপ্তর প্রত্যেক কর্মচারীকে তিন মাসের আগাম উচ্ছেদ নোটিশ প্রদান করবে এবং প্রতিটি কর্মচারীর জন্য এন্টাইটেলমেন্ট ফাইল প্রস্তুত হবে। প্রতিটি এন্টাইটেলমেন্ট ফাইলে কর্মচারীর নাম, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বরসহ ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোর মেঝের বর্ণনা এবং স্থানান্তর বাবদ খরচের পরিমান উল্লেখ থাকবে। নিম্নে এআরপি বাস্তবায়নের সম্ভাব্য সময়সূচী দেওয়া হল। সিভিল ওর্য়াকস এর সহিত সামঞ্জস্য রেখে পুর্নবাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়সূচী সংশোধন করা যাবে। উল্লেখ্য যে, ক্ষতিগ্রস্ত কর্মচারীদের আর্থিক সহায়তা প্যাকেজ প্রদানের পর সিভিল ওর্য়াকস শুরু করা যাবে।

এআরপি বাস্তবায়নের সময়সূচীঃ

কর্মশীলতা	দায়িত্ব	সময়সূচী
জমি খালী করার নোটিশ	খাদ্য অধিদপ্তর	প্রদান করা হয়েছে মহেশ্বরপাশা, ফেব্রুয়ারী ১৭, ২০১৬ এবং চট্টগ্রাম ফেব্রুয়ারী ১৮, ২০১৬
অভিযোগ নিরসন কমিটি গঠন	খাদ্য অধিদপ্তর	গঠন যত দ্রুত সম্ভব
এন্টাইটেলমেন্ট ফাইল প্রস্তুত	খাদ্য অধিদপ্তর	যত তাড়াতাড়ি সম্ভব
তিন মাসের বাড়িভাড়া ভাতা প্রদান	খাদ্য অধিদপ্তর	কর্মচারীগণ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কম্পাউন্ড থেকে সরে যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করবে
স্থানান্তর অনুদান প্রদান	খাদ্য অধিদপ্তর	

১২। পর্যবেক্ষণ এবং মুল্যায়ণ

সংক্ষিপ্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রাথমিকভাবে পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন বিষয় ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক সহায়তা প্যাকেজ বিতরণ করবে। বর্তমানে মাসিক বেতনের সাথে যে হারে বাড়িভাড়া বাবদ ভাতা পায়, সেই হারে তিন মাসের সমপরিমাণ অর্থ বাড়িভাড়া বাবদ অতিরিক্ত ভাতা হিসাবে পাবে এবং পরিবারের পণ্য এবং অবকাঠামোর অবশিষ্ট উপাদান অপসারনের জন্য স্থানান্তর ভাতা পাবে। খাদ্য অধিদপ্তর নিশ্চিত করবে (১) ক্ষতিগ্রস্ত কর্মচারীদের সিভিল ওয়ার্ক শুরুর তিন মাস পূর্বে আগাম উচ্ছেদ নোটিশ প্রদান করা হয়েছে কিনা, এবং (২) সমগ্র সহায়তা প্যাকেজ অনুযায়ী কর্মচারীদের সাইলো কম্পাউন্ড ত্যাগের পূর্বে অতিরিক্ত বাড়ি ভাড়া এবং স্থানান্তর ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

পরিস্থিতি জটিলতায় কর্মচারীরা চট্রগ্রাম সাইলো কম্পাণ্ডে বসবাস করে আসছিল, খাদ্য অধিদপ্তর সতর্কতার সহিত পর্যবেক্ষণ করবে প্রস্তাবিত পনর্বাসন সহায়তায় কাজ করতেছে কিনা। এবিষয়ে খাদ্য অধিদপ্তর বিবেচনায় আনতে হবে। করতে পারে (১) প্রকল্পের আওতাধীন বা আশে-পাশের অন্যান্য সাইলো কম্পাউন্ডে অপরিহার্য কর্মচারী থাকলে বা নাথাকলে। (২) প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য সাইলোগুলির প্রকৃতিগত চট্রগ্রাম এবং মহেশ্বরপাশার পার্থক্য। (৩) মানদন্ড কর্মচারী অপরিহার্য নির্ধারন করতে ব্যবহার করা হয়। (৪) কর্মচারীরা পালাক্রমে ৮ ঘন্টা দায়িত্ব পালন করলে সাইলোতে অত্যাবশ্যকীয় আবাসিক কর্মীদের জন্য অপরিহার্যতা প্রতিস্থাপন করতে পারে

কিনা, এবং (৫) সাইলোর সামগ্রিক নিরাপত্তা তথাকথিত অপরিহার্য কর্মচারীদের উপস্থিতি ছাড়া নিশ্চিত হবে কিনা।

খাদ্য অধিদপ্তর সতর্কভাবে ৩৯ জন কর্মচারীর পুনর্বাসন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করবে বিশেষ করে চট্রগ্রামের কর্মচারীদের সাইলো কমপাউন্ড খালি করে দেয়া। এক্ষেত্রে, সাইলো কর্তৃপক্ষ কর্মচারীদের সহায়তা প্যাকেজে চুক্তির তারিখকে সাইলো এলাকা খালি করে দেওয়ার নোটিশ হিসেবে নেয়া যেতে পারে।

১৩। সর্ব সাধারণের মধ্যে সংক্ষিপ্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রকাশ

সর্ব সাধারণের মধ্যে এআরপি প্রকাশ করা। এই এআরপি বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক পলীক্ষা নিরিক্ষার পর কোন পরিবর্তন , পরিবর্ধন সংশোধন করলে ব্যাংকে পুনঃসম্মতি বা অনুমোদন নিতে হবে। খাদ্য অধিদপ্তর এআরপি বাংলা অনুবাদ জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করবে। ওয়েব সাইটে প্রকাশ করতে হবে। বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের অফিসের ইনফোশপে প্রকাশ করবে। খাদ্য অধিদপ্তর নিশ্চিত করবে বাংলা অনুবাদ কেন্দ্রিয় অফিস,স্থানীয় সরকারী অফিস এবং চট্টগ্রাম ও খুলনা পাবলিক লাইব্রেরী ও সাধারণ মানুষের প্রবেশযোগ্য স্থানে রাখতে হবে। প্রকাশের অভিপ্রায়ে খাদ্য অধিদপ্তর দুটি জাতীয় প্রত্রিকার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে এআরপি বিষয়ে অবহিত করতে হবে। সেখানে তার সমালোচনা ও মতামত প্রদান করতে পারবে।

১৪। পুনর্বাসন নীতিমালার প্রয়োগ ও পরিবর্তন

অনুমোদিত সংক্ষিপ্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা (এআরপি) খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তবে পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুদান ও সহায়তা এবং তা পাওয়ার জন্য প্রযোজ্য নিয়মাবলিসহ পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সরকার বা উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা পরবর্তীতে যদি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে তা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি / পরিবারবর্গকে যথাসময়ে জানানো হবে।

অনুবাদকৃত সংক্ষিপ্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনায় কোনো বিষয়ে অসঙ্গতি দেখা দিলে তা 'পরিবেশগত ও সামাজিক মূল্যায়ণ এবং ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএসএএমএফ)' এবং অনুমোদিত 'সংক্ষিপ্ত পুনর্বাসন পরিকল্পনা' (ইংরেজী ভারশন) এর বিধান মোতাবেক বিবেচনা করতে হবে।